ছেলে সাধু হয়ে যাচ্ছে

পঙ্কজ চক্রবর্তী

রোহিণীর মনে হলো আস্ত একখানি চাঁদ ঘরের মেঝেয় শুয়ে আছে। অঝোর বৃষ্টি ধারার মত আলোর বন্যায় সাদা মেঘে ভেসে যাচ্ছে। দুলে দুলে উঠেভরে গেছে ঘর। এই ঘরের কোন দিকে যে দরজা আর কোন দিকে জানালা বুঝে পারছে না। ঘরখানাই এখন আকাশ হয়ে গেছে। বিছানায় বসে মেঘের মধ্যে ডুবে - চাঁদের আলোয় ডুবে। তিনবার হাততালি দিলো। অমনি আকাশের চাঁদ চলে গেল আকাশে। মেঘেরাও চলে গেল চাঁদের সঙ্গে।

এই হাততালির শব্দ বোঝে রোহিনীর মা। সে ভয় পেয়ে রান্নাঘরের খুন্তি হাতা হাঁড়ি কড়া ফেলে এলো ছেলের ঘরে। রোহিনীর মুখে তখনও লেগে আছে চাঁদের আলো। মা বললো কি হয়েছে বাবা? ও কখন বিছনা থেকে নেমে জানালার সামনে দাঁড়ালো। ঠোঁটের মধ্যে আঙুল দিয়ে কথা বলতে বারণ করলো। ইশারায় মাকে ডাকলো। মা পাশে দাঁড়াতেই ও জানলার বাইরে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো মা কিছু দেখতে পাচ্ছো?

—কই কিছু তো দেখছি না

—ভাল করে দেখো ঠিক দেখতে পাবে

—দেখছি তো

—কি দেখলে

ওই তো সন্ধ্যা নামার আগে নীল আকাশে সাদা মেঘ আর আধখানা কাটা চাঁদ। কিছু তারা আলো জ্বেলেছে। কিছু তারা হাল্কা উঁকি দিচ্ছে। ভারি সুন্দর লাগছে এই খোলা আকাশ। তুই ভাগ্যিস ডাকলি না হলে দেখাই হতো না।

মা বললো বলনা কি দেখছিস? তোর চোক দিয়ে যা দেখা - আমি না হয় শুনি।

আমি দেখছি আমাদের কৃষ্ণবাটি মা কালির মন্দিরে সান বাঁধানো রকের দুপাশে দুটো কলাগাছ। একটা গাছে মোচা ছেড়েছে অন্য গাছখানিতে একটা কলার কাঁদি।

ওর পাশে যে বড়ো পুকুর ওখানে সান বাঁধানো ঘাট। বড় বড় সিঁড়ি। পুকুরের ওপর একটা আটচালা। লাল মেঝে। কতো মানুষ সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে। একটা নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ঘুমিয়ে আছে। বসে আছে ইচ্ছে মতন।

মা বললো হাঁরে মন্দিরের নিচুটা তো সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো, ঢালাই রাস্তা। ওখানে কোনদিন কলাগাছ দেখিনি তবে শ্যামা পূজোর সময় কলাগাছের তেউড়কে কাদার মধ্যে পুতে তার নিচে মাটির ঘট -ঘটের ওপর শিষ শুদ্ধ ডাব। আর পুকুরটায় গাছের গড়ে ফেলে জলে নামার সিঁড়ি। রোহিণী কোন দিন মায়ের মুখে মুখে কথা বলেনি আর ওর মনের যত কথা মায়ের সাথে। মাকে না বললে কষ্ট হয়। যা কিছু জিজ্ঞাসা তাও মাকে। রোহিনী বললো তুমি কি দেখলে বল না মা? মায়ের দৃষ্টিতে আকাশের উদাসীনতা। তখনও শেষ সূর্যের আর চাঁদে আলোর রঙ মেখে বড় সাদা পেঁচা উড়ে গেল। কি অপূর্ব দেখতে?

রোহিণী বললো পূর্ণিমায় বুঝি পেঁচাদের উৎসব হয়?

হাঁ বাবা চাঁদের আলো পেঁচাদের খুব প্রিয়। এই আলোয় ওরা খুব আনন্দে থাকে। আচ্ছা মা সাপেদের উৎসব বুঝি অমাবস্যার রাতে হয়?

কেন বাবা হঠাৎ সাপেদের কথা। মায়ের শরীরের রক্তে বৃষ্টির শব্দ। তিনি হতবাক।

রোহিণী খুব উৎসাহ নিয়ে বললো সাপেরা অন্ধকারেই তো ভাল দেখতে পায়। অন্ধকারের মধ্যে যে আলো মিশে থাকে সেই আলোয় পথ চলতে ওদের খুব সুবিধে হয়। সবার উৎসব এক রকমের হয় না বলো? যেমন পাখিদের হয় দিনের বেলায়।

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা যেন নদীর কিনারে থেমে গেছে। পাথরের মতো বসে আছে মা। রোহিণীবলে চলেছে সাপের মাথায় মণি তার আলো কি সুন্দর উজ্জ্বল। ওই সময় সে প্রায় পাগল হয়...। ওদের বাড়ির ছাদের উপর একটা বেল গাছের ডাল। সে ডালে অনেকগুলো কাঁচা বেল। হাওয়ায় কয়েকটি ঝরা পাতা উড়ে এলো। উঠোনে স্বর্ণ চাঁপা গাছখানি ঝাউ এর মত উঁচু। শির ডগালে কয়েকটা হলুদ ফুল...যেন সবুজ গাছ সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বেলেছে।

মা ভাবছে রোহিণীর কথা। সেই ছোট বেলার রোহিণী হারিয়ে গিয়েছিল বাগানে। চৈত্র মাসের প্রখর রোদ। খুব হাওয়া দিচ্ছিলো গাছের পাতায়। খোকন খোকন করে বাগানের মধ্যে মা যখন কেঁদে অস্থির তখন শুনেছিলো হাততালির তিনটে শব্দ। অমনি দেখে শিমূলের তুলো তার ঢেকে যাওয়া শরীর থেকে উড়ে যাচ্ছে গাছে। গাছের নীচে মাটির উপর তুলোয় ঢাকা পড়ে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিলো।। মায়ের চোখের জল মুছে দিয়ে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে বলেছিলো তুমি কাঁদছো মা? আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।

আরেকবার সেই আলমোড়া পাহাড়ে। হঠাৎ রোহিণী নেই। খোঁজ খোঁজ। সত্যিই তাকে কোথাও পাওযা যাচ্ছে না। বাবা বললো আমাদের খোকন কি পাহাড় থেকে গড়িয়ে...ডুকরো কেঁদে উঠেছিলো মা। আবার তিনটে হাততালির শব্দ। সাদা বরফের স্তুপের ভিতর থেকে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো তার ছেলে। পাহাড়ের ঝর্ণা নদীর মতো। খিল খিল হাসছে। আর বলছে মা পাহাড়ের তুষার কি সুন্দর - ঠিক তোমার মতো। আমি মা বলে ডাকতেই অমনি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। একটু থেমে ও বললো কাঁদছো কেন মা, এই তো তোমার কাছে রয়েছি।

বাবা গজ গজ করেছিলো। ধমক দিয়ে মাকে বললো চলো হোটেলে ফিরে গিয়ে গোছগাছ করে এখনই ফিরবো কলকাতায়

ছাদের মধ্যে ঘোর কাটলো মায়ের। দেখে ছেলে তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হলো তাঁর কোল আলো করে এক দেব শিশু ঘুমিয়ে আছে।

কয়েকদিন পর মা বললো চল কালই বাইন থেকে ঘুরে আসি।

তুমি যাবে মা চলো চলো...কি মজা...

মা বলো হাঁ যাবো তো। তোর নামে পূজোটাও দিয়ে আসবো। বাসস্ট্যান্ডে পৌছতেই বাস এসে গেলো। ঘন্টা খানের পর ওরা নামলো কালিবাড়িতে। মন্দির দর্শনের আগেই মা বিস্মিত হলো। সত্যিই সিমেন্ট খুঁড়ে রকের দুপাশে দুখানি কলাগাছ। একটিতে মোচা অন্যটিতে কলার কাঁধি। পুকুরে সান বাঁধানো ঘাট। আটচালা। অনেকগুলো পাথরের নেম প্লেট। বেশিরভাগই স্বর্গত পিতা মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। মায়ের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে গেল।

রোহিণী বললো তুমি কাঁদছো মা।

চোখ মুছতে মুছতে মা ওর মাথাখানি টেনে নিল বুকের মধ্যে তারপর ভেঙে পড়া কান্নায় বলে উঠলো গাছে ফুল কেন ফোটে রে রোহিণী?

এই কথা মা! এতো খুব সোজা। গাছের মুক্তি গাছের রূপ তার ফুলে। ফুল হলো গাছের উৎসব।

মা আকাশের দিকে মুখ তুলে বললো তুই এসব জানলি কি করে?

বা রে জানবো না। আমার ভেতরে যে বাস করছে আর বাইরে যে করছে এই বাইরের মানুষ যখন ভিতরে যায় আর ভিতরের মানুষ বাইরে আসে তারাই আমায় বলে।

কি বলে?

এই দেখো, এই যে তুমি আকাশের দিকে দেখছিলে। ওখানে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে আর পশ্চিম অস্ত যায়। এটা হলো জড়বিজ্ঞান।

সূর্যের স্বরূপ কেউ দেখেছে?

সে হয়ত কোটিতে একজন। এসব সাধন পথের কথা। এই যে আমাদের শরীর এ হলো অন্নময়। মরে গেলে চিল শকুন শিয়াল কুকুরের খাদ্য।

যে চলে গেল সে হলো প্রাণময় কোষ। এমন অনেক কোষ আছে শরীরের মধ্যে সেখানে পৌছতে পারলে ওই জগৎটাকেই দেখা যায়।

ছেলের কথায় কেঁপে উঠলো মা আর তখনই বৃষ্টি নামলো আকাশে।

।। দুই।।

গুপিনাথতলার শশাঙ্ক তাদের বাড়িতে এসেছিলো। বল্লভপুরে সাত নাইট যাত্রা কমপিটিশনে ওদের 'রিক্সাওয়ালার স্বপ্ন' যাত্রাপালায় দর্শকেরা প্রতি সিনে হাততালি দিয়েছে আর সবাই কেঁদেছে। সে বলল আমাদের পালা ফাস্ট হবেই। তাছাড়া নাইট বেস্ট আর ডিরেকটার এই সব আমরাই পাব। তারপর রোহিণীর দিকে ফিরে বললো কি বাবাজী আপনি কি বলেন?

আমি আর কি বলবো। রোহিণীর কণ্ঠে মৃদু উচ্চারণ।

তুমি বললেই হবে। ওদের ফাস্ট প্রাইজ পাঁচ হাজার টাকা

দেখো প্রাইজটা দর্শকরা দেয় না। নম্বর দেয় বিচারক। অভিনয়ের সঙ্গে দর্শকরা একটা স্রোতে ভেসে যায়। বিচারক ভুলগুলোকে ধরবার জন্য কলম খুলে বসে থাকে। বিচারকের কলম কি, তা দর্শক এমনকি যারা অভিনয় করে তারাও জানে না।

শশাঙ্ক খানিকটা হতাশ হয়ে বললো তাহলে আমাদের পজিশন হচ্ছে না?

হ্যারিকেনের দম তুলে দিলে আলো বাড়ে। তবে কাঁচের মধ্যে ধোঁয়ার কালো ছায়াও পড়ে।

তুমি কি বলছো?

আমি বলছি ফাস্ট সেকেন্ড থার্ড কোন পজিশনেই নেই। রোহিণীর গলার নির্ভীক উচ্চারণ।

কেন?

শুনবে

শুনবে বৈকি। বলো।

তোমাদের রিক্সাওলার যে অভিনয় করেছে - কালিপদ কোলে, তার শ্বশুর বাড়ি তো ওই বল্লভপুরে।

হাঁ তাতে কি হয়েছে।

কি আর হবে। অভিনয় করতে গিয়ে ও শ্বশুর বাড়িতে উঠেছিলো। যখন যায় তখন আঙুলে পরেছিলো সোনার আংটি। ওই আংটি পরেই সে গরীব রিক্সাওলার অভিনয় করেছে। এই জন্য বিচার একশো থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর কমিয়ে দিয়েছে।

শশাঙ্ক কেমন শুকিয়ে গেলো। মাথা নাড়তে নাড়তে আপন মনে বলে উঠলো একটা খুঁতের জন্য আউট হয়ে গেলুম। হায়রে। মা যখন চা বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলো শশাঙ্ক তখন রাস্তা ধরে অনেকখানি পথ চলে গেছে।

শশাঙ্ক আবার এসেছিলো। দূর্গাপূজার পরে। সেদিন শুধু চা বিস্কুটই খায়নি - মা একটা কাঁচের প্লেটে দুটো রসগোল্লা ও নিমকির সঙ্গে নাককেল নাড়ু দিয়েছিলো। যাবার সময় মাকে বলেছে, ওকে তুমি বেশি দিন আটকে রাখতে পারবে না। তোমার ছেলে সাধু হয়ে যাবে। মা কেঁদেছিলো। মা চুপচাপ বসেছিল।

একদিন মাঝ রাত্তিরে হঠাৎই ওর খুম ভেঙে দেখলো মশারীর মধ্যে কালো পাথরের মত এক দৈত্যমেঘ হাত জোড় করে ওকে বলছে রোহিণী মশারীটা খুলে দে আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসছে। দৈত্যটা তার শরীর নিয়ে মশারীর উপর ভাসছে।

ঘুম চোখে ও জিজ্ঞাসা করলো তুমি এলে কি করে?

সে কথা পরে বলছি।

জিরো পাওয়ারের আলোয় ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। রোহিণী তাড়াতাড়ি মশারি খুলে ফেললো। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পেলো।

রোহিণী বললো গভীর রাত্রের নিস্তব্ধতায় প্রকৃতি কোমন ডানা মেলে। আমরা তখন ঘুমিয়ে থাকি। ভাগ্যিস তুমি এলে না হলে ঘুমিয়েই থাকতুম। তুমি এখানেই বলবে না ছাদে যাবে।

দৈত্য বললো এখানেই ভাল। তা ছাড়া ছাদের দরজায় চাবি দেওয়া আছে।

আচ্ছা এখানেই বলো। তুমি ভাল হয়ে বসো।

দৈত্য বললো আকাশ থেকে নেমে এসে তোমার বিছানায় শুয়ে ছিলুম। রাত্রে তুমি যখন শুলে তখনও আমি ঘুমিয়ে আছি। বেশ ভাল লাগছিলো। আকাশেতে তো শুধু ওড়া। উড়তে উড়তে অন্য মেঘের সঙ্গে ভেসে যাওয়া। তারপর মা তোমার বিছানায় মাশারী খাটালেন। আমায় তো উনি দেখতে পান নি। সেই থেকে আটকা পড়ে আছি। এবার আমায় যেতে হবে। দৈত্যমেঘ জানলা দিয়ে চলে গেলো।

দৈত্যটা চলে যাবার পর ঘুম আসছিলো না রোহিণীর। বিছানার মধ্যে জেগেই পড়েছিলো এমন সময় জানলায় মুখ রেখে ও বললো কে গো?

আমি রে বাসু ধাড়া।

তা এত রাত্রিতে?

বাবা কেমন করছে তাই তো কাছে জানতে এলুম।

সবাইকে খবর-টবর দিয়েছো।

তুই কি বলছিস

আজ ভোর চারটে দশ মিনিটে উনি শরীর ছেড়ে দিচ্ছেন।

ঠিক ভোর চারটে দশের সময় স্বর্গলোকে চলে গেলো বাসু ধাড়ার বাবা। খবরটা এধার ওধার ভালই রটে গেল।

স্কুলের মাঠে একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছিলো। রোহিণী গিয়েছিলো খেলা দেখতে। মাঠে খেলা তখন বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ সনৎ এসে কানের গোড়ায় মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করলো বল দিকিনি কারা জিতবে?

রোহিনী কোন উত্তর দিল না।

ওর ওই নিরুত্তর মনোভাব সনৎ -এর সম্মানে ধাক্কা লাগলো। এবার সে বলে উঠলো শুনলুম তুই নাকি আজকাল বাবাজী হয়ে খুব গাঁজা মারছিস। শুনেছি আংটি চ্যাটুজ্জে তা তো এই রিক্সাওলা আংটি বাজারে খুব খেয়েছে। এদার মাদুলি তাবিজ শেকড় চালা তবে তো টু পাইস আসবে।

রোহিণী বললো তুই আমায় খেলা দেখতে দিবি না চলে যাব?

আমি তোকে যেতে বলবো কেন? তোকে একটু টেস্ট করছিলুম

আমার টেস্ট হবে না। স্যাকরার কাছে গিয়ে নিজেকে টেস্ট করা।

সনৎ রেগে গেলো। খুব রেগে বললো তুই আমার গিল্টি বললি শালা। তোর বুজরুগী ছুটিয়ে দেবো। দাঁড়া তোর কত বড় ডানা হয়েছে দেখছি।

ওর আশে পাশে যারা ছিলো তারা তেড়ে এলো সনৎ এর দিকে। ওর মধ্যে লাবু ছিলো একটু তেরিয়া গোছের। সে বললো তুই কি ছুটিয়ে দিবি রে শালা শেলবাচ্ছা। তোর কত বড় ঠ্যাং যে ওকে ল্যাং মারবি। ভাগ এখানে থেকে না হলে টেংরী ফাটিয়ে দোব।

ভয় পেয়ে সনৎ চলে গেলো। লাবু বললো আয় রোহিণী আমাদের কাছে বোস। দেখি কে ফ্যাট ফ্যাট করে। যত সব জালি মাল। খেলা দেখছিস খেলা দেখ। লোককে কাঠি দেওয়ার কি আছে? কাঠি দোব ভেঙে। গজরাতে আবার বলে উঠলো বলে কিনা ছুটিয়ে দোব। একবার আসিস না রোহিণীকে ছোটাতে তোকে এমন তাড়া করবো তুই ছুটি যোগাতে পারবি না।

খেলা শেষ হতে রোহিণী যখন বাড়ি ফিরছে গোষ্ঠ মাঝি তখন ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে। এই আসার কারণটা ও বোঝে। গুগলী শামুকের মতো নিঃশব্দে হাঁটছে গোষ্ট। যেন পাথরের কঠিন করুণায় শুষে নিচ্ছে তার পায়ের শব্দ। মানুষটি মৌনতা নিয়ে তাকে ডাকছে বলছে খোকাবাবু ও খোকাবাবু।

শীতকালে সন্ধ্যা নামে বড় তাড়াতাড়ি। বিকালের রঙের মধ্যেই খেলা করে আধার। ভরকুন্ডোতলার পাশে খানিকটা বাঁশ ঝাড়। দুটো বড় শিরিষ। কয়েকটি ঝাউ আর তাল গাছ। গাছতলার এই ছায়ায় অন্ধকার কেমন পাক খাচ্ছে। পথের এই জায়গাখানির আলাদা নির্জনতা। যেন পথ এখানে খানকটা জিরিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ কড় কড় মড় মড় মড়াত করে ভুরকুন্ডোর একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ল বাঁশ গাছের মাথায়। রোহিণী তিনবার হাততালি দিয়ে বললো সন্ধ্যাবেলায় লোককে ভয় দেখাতে শুরু করে দিলে। মানুষকে ভয় দেখালে নিজেদের আরো ক্ষতি হয়ে যাবে। এখন যাও। এটা মানুষের রাস্তা।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো উড়ো ঝড়। ভুরুকুন্ডের ডাল উঠে গেলো গাছে। গোষ্ট তখন ওকে জড়িয়ে ধর ধর করে কাঁপছে।

রোহিণী বললো আমারই দোষ। তোমার মধ্যে কি মৃত্যু চিন্তা ঢুকছে এমন হবার তো কথা নয়।

গোষ্ট হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো আমায় তুমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে চলো। আমি খুব কষ্টে আছি। আর পারছি না বাবা। চার দিকে ধার দেনা। পাওনাদারেরা যা তা বলছে। ভাবছিলুম...

ও সব কথা মুখেএনোনা। আজ থেকে তোমার সুদিন ফিরছে। তুমি যে লেদার কারখানায় কাজ করতে ওটা তো দুবছরের বেশি বন্ধ। তোমাদের মালিক এক জন পার্টনারকে নিয়ে আবার চালু করছে। এক নিমেষের মধ্যেই যেন ভয় ভীতি উড়ে গেল গোষ্টর। বিস্ময়ে সে বললো তুমি কি বলছো গো।

তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তো। আজ ছটা চল্লিশের ট্রেনে কারখানার একজন মানুষ তোমায় খুঁজতে আসবে। তুমি বিজনদার চায়ের দোকানে থাকবে। খুঁজতে খুঁজতে সে ওই দোকানে আসবে। ও তোমায় নগদ পাঁচ হাজার আর পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক দেবে। এক সপ্তার মধ্যে আবার কাজে যোগ দেবে তুমি।

গোষ্ট আনন্দে দুহাত তুলে নাচতে নাচতে হঠাৎ ওর হাত দুটি নেমে এলো রোহিণীর পায়ে।

এটা তুমি ঠিক করলে না; এখন আমার প্রণাম নাও তুমি।

না বাবা তোমার প্রণাম আমি নিতে পারি। ওকে সামনে রেখে গোষ্ঠ পিছনের দিকে অনেকখানি সরে গেলো।

তুমি আমার প্রণাম নেবে না? ঠিক আছে। এই বলে রোহিণী রাস্তার উপর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলো। তারপর চিৎ হয়ে বললো আকাশটা কতবড় গোষ্টদা? কেঁদে ফেললো গোষ্ঠ। বললো এমনি ভাবেই ভালবাসা দিয়ে তুমি বুঝি আমাদের কাঁদাতে এসেছ?

একটা বয়ে যাওয়া ঝর্না নদীর মতো একগাছা কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো গোষ্ট চলে গেল।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল রোহিণী। হঠাৎ ওর সানে একটা মোটর সাইকেল দাঁড়ালো। আরোহী চিন্তামনি সান্যাল। এলাকার ডাক সাইটে নেতা। থানা পঞ্চায়েত কল কারখানা ওপরতলা নিচুতলা সব জায়গাতে একেবারে মার মার কাট কাট। তিনি বললেন হাঁরে রোহিণী শুনলুম তুই গনৎকার হয়ে গেছিস?

চিন্তামনি কাকার পিছনে যে লোকটা বসেছিলো সে আওউ আউ হোঃ হোঃ হোঃ করে হায়নার মত হেসে উঠলো। হায়নাকে জঙ্গলে সমস্ত পশুরাই ভয় পায়। নইলে বাঘ যে বাঘ সেও শিকার করে হায়না দেখতে পেলে ফেলে রেখে পালায়। তার খেয়ে দেয়ে চলে যাবার পর যদি অবশিষ্ট থাকে। বাঘ সেটুকুই পায়।

রোহিণী কোন কথার উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছিলো।

সান্যাল বললো আরে যাচ্ছিস কোথা আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে।

আমার কাছে? তোমার কি জিজ্ঞাসা? রোহিণী বিস্মিত হলো। হাঁরে তোর কাছে? বলছিলুম কি আমাদের কারখানার গেটের সামনে যে দুটো গাছ ছিলো সে দুটো মরে গেছে। বাকিগুলো যেমনকার তেমন। কি ব্যাপার বল দিকিনি?

ওই গাছ দুটো ছিলো খুব শুদ্ধ সত্তার। কোন কোন গাছের নিচে অনবরত মিথ্যে কথা বললে সে গাছ মারা যায়।

দপ করে জ্বলে উঠলো সান্যাল। মোটর সাইকেলে স্টাট্ দিয়ে বললো তুই বলছিস আমরা মিথ্যেবাদী। দাঁড়া তোর হচ্ছে। মোটর সাইকেল চলে গেলো।

রাত্তিরে বাবা বাড়িতে ফিরে রোহিণীকে দুমদাম মারতে থাকলে। স্কুল ফেরত ঘটনাটা রোহিণী মাকে শুনিয়ে রেখেছিলো। স্বামীকে ছেলের কথা থেকে সরিয়ে কঠিন স্বরে তিনি বলে উঠলেন ওইটুকু ছেলের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় ওই দুম্বো হাতি জানে না। ওকি তার বাড়ি বয়ে বলতে গেছে। ছেলেমানুষ মনে যা এসেছে তাই বলেছে। উনি আবার এটা নিয়ে দল পাকাচ্ছেন?

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললো তোমার আস্কারায় ছেলেটা গোল্লায় যাবে। বাবার কথায় মা গেলো ভয়ঙ্কর রেগে। বললো শুধু আমার ছেলে তুমি কেমন বাবা সেকথাটা আগে হোক।

উত্তেজিত হয়ে রোহিণীর বাবা বললো তুমি তো দেখছি নাড়ি খামচে কথা বার করছো। আমার মা আবার কি করলো?

সেটাই তো তোমায় বলতে চাই। তিনি পূজো পাঠ দেবালয় ব্রত এই সব নিয়ে থাকতেন। তার ছেলে হয়ে একদিনের জন্যও তুমি পূজো বা মন্দিরে আজো গেলে না। গরীব দুঃখী কার হাঁড়ি চাপছে না, কার লেখা পড়া হচ্ছে না, কাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, কাকে সৎকার করতে হবে এই সব নিয়ে রয়ে গেলে। মাকেও বোলছো আমাকেও বোলছো ওরাই তোমার ভগবান ওরাই তোমার পূজা ওরাই তোমার মন্দির। তোমার ছেলে তোমার থেকে এক কাঠি বাড়া হবে না তো কি হবে।

বাবা অবশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লো। তারপর রোহিণীর দিকে তাকিয়ে বললো জীবনে যা করিনি আজ তোর জন্য আমায় হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। যা আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা।

রোহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে তুলসি মঞ্চের বাঁধানো সানের উপর বসলো। মাথার উপর খোলা আকাশের অজস্র নক্ষত্রের ফুলের মালায় ভেসে যাচ্ছে আলোয় আলোয় একখানি চাঁদ। নিঝুম বেলগাছের পাতা স্বর্ণচাঁপা শিরিষ বট তাল আর বাঁশ পাতারা পান করছে এই আলো আর জ্যোৎস্না। মনে হলো উঠোনের মাটিতে একজন বাউল উঠোন জুড়ে গাইছে। পায়ে তার ঘুঁঙুর হাতে লাউখোলা। পরনে একটা আটহাতি গেরুয়া কাপড়। খোলা বুক। কাঁধ অব্ধি চুল। তার গান শুনতে উঠোনে পাঁচিলে বসে আছে অনেক শ্রোতা। বাউল গান ধরেছে...

মরিবার সাধ যদি ভালবেসে কেন তুই
প্রদীপ জ্বালালি জলে
ও আলোয় ভরা বান ঝড় তুফান
কি কথা বলে পাগল সকালে বিকালে

ও... ও... নদীতে বৃষ্টি হয় নীলাচল সুরের নূপুর
মানুষের পাপ পুণ্যে লেজ নাড়ে পথের কুকুর
কুকুর নয় দুপুর নয়
মাতৃকোল হতে চিতার আগুন
সোনার শিকলে কাকাতুয়া
মন্দার পলাশের সেই এক ফাগুন

হায়রে মন দেখলি না তুই
ফাগুন কখন আগুন হয়ে জ্বলে...
কেন প্রদীপ জ্বালিয়ে ছিলি
কেন তাকে ভাসাইলি জলে
ও তোর কত শিরা উপশিরা সে নদীর খালে বিলে
ও মন ঘোড়ার পায়ে ওড়ে ধূলো
কাঁটার শিমুল ওড়ায় তুলো
আবার কোথায় বৃষ্টি কোথায় খরা
চাতক পাখি ডেকেই চলে
কি কথা বলে পাগল সকালে বিকালে...

এমন সময় দুটো বল্গা হরিণ আকাশ থেকে নেমে এসে দাঁড়ালো উঠোনে। স্বর্ণচাঁপার পাপড়ীর মত হলুদ রঙ। ওরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে একটা দোলনা। পদ্মের পাপড়ীর মত খুলে গেলো সেই দোলনাখানি। একাট সোনালী আলো উঠোন জুড়ে। নৃত্য দাঁড়ালো ওর সামনে। রোহিণী বললো সুন্দর।

বাউল বললো তোমায় গান শোনাতে এসেছিলুম। এখন চলে যেতে হচ্ছে। তাঁর নির্দেশে আবার কখনো দেখা হবে। হঠাৎ বাবার ডাকে সচকিত হয় রোহিণী। স্নেহময় তাঁর হাতের স্পর্শ ওর কাঁধে। তিনি বলছেন তোমার এখানে বসে থাকতে কি কষ্ট হচ্ছে? শান্ত গলায় ও বললো আমি কি বলেছি আমার কষ্ট হচ্ছে।

এখানে তোমায় কি খুব মশা কামড়াচ্ছে?

নিরুত্তাপ ওর গলা। তখন মাটির সুরে তার মন প্রাণ নাচছে। যেন বলতে হয় বলে বলল আমি কি বলেছি আমায় মশা কামড়াচ্ছে। ছেলের কথায় কেঁদে ফেললো বাবা। বললো তুমি ঘরে যাবে না?

আপনি কাঁদছেন? আমি কি বলেছি ঘরে যাব না। রোহিণী ঘরে ঢুকলো। বাবা বললেন আজ আমরা তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসবো। ওরা খেতে বসেছে। নিস্তব্ধতায় বাতাসও এত মৃদু গাছের পাতারও শব্দ হচ্ছে না। সে নিস্তব্ধতাকে খান খান করে মা বলে উঠলেন রোহিণী তোমার একটা কথা দিতে হবে।

বলো মা তোমার আদেশ পালনের জন্য আমি তৈরী।

মা একটু সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর বলে উঠলেন তুমি আর কোন মানুষকে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু বলবে না। রোহিণী খুব দৃঢ়তার সাথে বললো তোমার যখন আদেশ আমি জীবন দিয়ে পালন করবো। বলতে বলতে ও ঢলে পড়লো মায়ের কোলে। যখন চোখ খুললো দেখে মা মাথা চাবড়াচ্ছে আর বলছে হায় হায় এ আমি কি করলুম। ঘরময় জল, মায়ের শাড়ি ভিজে জব জব করছে। মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরলেও বাবা তালপাতার পাখায় হাওয়া করছে তার মাথায়। ও বলল পৃথিবীতে এসে তোমাদের কষ্ট দেওয়া আমার মহাপাপ। আমি তা পারবো না। তাতে আমার যত কষ্টই হোক। আসলে আমার বলে দেওয়া ইন্দ্রিয় নাড়ীকে ঘুম পাড়াতে একটু সময় লাগছিলো এই যা। নাও নাও খেতে আরম্ভ করো অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। তখন দরজায় দুম দাম ধাক্কা।

বাবা বললেন কে?

আমি সান্যাল শীঘ্রি দরজা খোলো।

শিউরে উঠলেন বাবা। সান্যালবাবু আপনি? আমার ছেলেকে খুব শাস্তি দিয়েছি। ও মাকে কথা দিয়েছে এমন কাজ আর করবে না। সে কথা পরে হবে। আগে দরজা খোলো না হলে দৈত্যটা আমায় খেয়ে ফেলবে।

বাবা দরজা খুলে সান্যালকে হাত জোড় করে বললো আপনি ওকে ক্ষমা করে দিন। ছোট ছেলে, নিজের খেয়ালে থাকে। এখনো জ্ঞান বুদ্ধি হয় নি। রোহিণী ছিলো বাবার পিছনে। আড়ষ্টভাবে বলে উঠলো কি বলছেন? আপনি কতো মান্য গন্য ব্যক্তি।

রোহিণীকে দেখে হাতে চাঁদ পেলো সান্যাল। ওর হাত দুটো জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো আমায় বাঁচা না হলে আজ রাত্তিরেই মরে যাবো। কি হয়েছে? মাঝ দিঘির কাঁচের জলের মতো চক্ চক্ করছে রোহিণীর দুটি চোখ, সান্যাল কাকার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ঘামে ভিজে জব জব করছে তার দেহ।

রোহিণী বললো তুমি শান্ত হও কাকা। ভেতরের ভয় সব মানুষেরই থাকে। সে জন্য আমরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারি না। কি হয়েছে বলো?

সান্যাল শুরু করলো। খাওয়া দাওয়া করে রাত্রে শুয়ে ছিলুম। হঠাৎ মশারীর ভিতর কালো পাথরের মতো এক দৈত্য আমায় বললো তোর খুব বাড় হয়েছে। এই চার দেওয়ালের মধ্যে তোকে থেঁতো করে ফেলবো। ভয়ে বিকট চিৎকার করে উঠি ঘরে আলো জ্বালাই। বাড়ির লোকেদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা ঘরে আসে, আমি বলি ঘরে লোক ঢুকেছে। ওরা তন্ন তন্ন করে চারদিকে খুঁজে ফেলে। বৌমা ছেলেকে বললো আমার কপালটাই খারাপ। চাকরীটা আর হবে না। বাড়িতে সেবা দাসী হয়ে থাকতে হবে। বাবার মতিচ্ছন্ন ধরেছে। ডাক্তার ডাকো। ছোট ছেলে মাকে বললো চলো মা রাত পোয়ালে আমার পরীক্ষা। হঠাৎ বাবা কি আরম্ভ করলো বলতো ভাল লাগে। ওরা যে যার ঘরে চলে গেলো। আলো জ্বেলে আবার বিছানায় শুলাম। আবার সেই মূর্তিমান। শরীরটা আমার লোহার মতো ভারী। ও প্যাঁট প্যাঁট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো কি রে লোক ডাকছিস? আমায় তুই ছাড়া কেউ দেখতে পাবে না। সে হাসলো ভুমিকম্পের ধ্বস চাপা পড়ার মতো তার হাসির গর্জন, বললুম ক্ষমা করো।

সে আরো জোরে হেসে বললো অহঙ্কারী তুই কাউকে ক্ষমা করেছিস যে ক্ষমা পাবি? তোকে একজনই ক্ষমা করতে পারে। আমি কোন রকম দরজা খুলে দৌড়তে দৌড়তে এখানে এসেছি। দৈত্যটা আমার পিছনে এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

রোহিণী দুটো হাত জোড় করে শূণ্যে প্রণাম করে বললো, হে মৃত্যু পিতা আপনি ইহকাল পরকাল, পরকালের পরেও অনন্তকাল। ক্ষমা করুণ পিতা। ওনার মৃত্যুর যথার্থ সময় ফিরিয়ে দিন।

খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। কে আর বলবে? সান্যাল নিজ মুখেই কাউকে কাউকে বলেছে ও নাকি ক্ষমার ভূত দেখেছে। ভূত খুব ভয়ঙ্কর। ধরলে রক্তের জোর থাকে না শুকিয়ে যায় । পার্টির ওপরতলা নিচুতলাতেও খবরটা পৌঁছে গেছে। সান্যাল নাকি আবোল তাবোল অবৈজ্ঞানিক কথা বলছে। এর মধ্যে আড়ালেআবডালে একটা কথা উঠে গেছে। সান্যালের যা অবস্থা মনে হচ্ছে লাল বস্ত্র পরে ক্রিয়াযোগী হয়ে যাবে। কেউ ঠাট্টা করে বলছে দেখে শুনে মনে হচ্ছে শাক্ত ভাবের বলি টলি নয়, ও প্রেম আর ভক্তিতে মজেছে। হায় হায়। সান্যাল দিন দিন শিশুর মত সরল হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে রোহিণীদের বাড়ি থেকে ফুলের গন্ধ পাচ্ছে কেউ। চারিদিকে শুধু রোহিণী রোহিণী আর রোহিণী। বাড়িতেও নানা রকমের লোক আসতে শু করেছে ভিখারী বাগল বাউল কীর্তনের দল। তারা কেউ ওকে বিরক্ত করছে না। সে স্কুলে যাচ্ছে। পড়াশোনা করছে। যারা আসছে তারা শুধু এক পলক চোখের ছোঁয়া নিতে চায়। এর মধ্যে একদিন ভোরবেলায় শীর্ণকায় এক সাধু এলো। মাথার জটাখানি খোঁপা করে উপরের দিকে বাঁধা। যেন রাজমুকুট পরেছেন। জটা থেকে কপাল পর্যন্ত তিনি ঢেকে রেখেছেন সাদা কাপড়ে। এত ভোরবেলা তাঁর বাড়ির সব দরজাই খোলা ছিলো। তাঁর জন্যই ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো সবার । তিনি বললেন কালরাত্রে যাকে দুচোখ ভরে দেখেছি একেবারে নিখুত এই শরীর। তিনি রোহিণীর হাতে দুটি ফুল দিয়ে মিলিয়ে গেলেন।